তারা সবাইকে ধোঁকা দিয়েছে

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) পবিত্র কুর'আনে বলেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ইন জা'আকুম ফাসিকুন বিনাবা'ইন আন তিসুবু কাওমান বি জাহালাতিন ফাতুসবিহু 'আলা মা ফা'আলতুম নাদিমীন।" (সুরাহ হুজুরাতঃ৬) [হে ঈমান আনয়নকারীগণ, যদি তোমাদের কাছে তথ্য নিয়ে একজন প্রকাশ্য গুনাহগার আসে, তদন্ত কর, যেন অজ্ঞতার কারণে তোমরা মানুষদের ক্ষতি না কর এবং যার কারণে পরে তোমাদের আফসোস করতে হয়]। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) তাকে ফাসিক বলেছেন যে আল্লাহ্কে ভয় করে না কারণ সে মিথ্যা সংবাদ নিয়ে আসে। যখন এসব লোকদের কাছ থেকে এধরণের সংবাদ আসে, খুব সাবধান হবে। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেন, মানুষের ক্ষতি করে ফেললে পরে অনুতাপ করতে হতে পারে।

যখন ভালো কাজ করা হয় তখন শয়তান বিশ্রাম নেয় না, সে নিজের ইচ্ছামত তা বদলে দিতে চায়। মানুষের মাঝে অবাধ্য লোক আছে – ভালো মানুষও আছে খারাপ মানুষও আছে। সুতরাং, যখন সুযোগ আসে, খারাপেরাও দোষারোপ করতে পারে, মিথ্যা বলতে পারে এবং সব রকমের নোংরা কাজ করতে পারে। কেন? কারণ তারা আল্লাহ্কে ভয় করে না এবং মনে করে না এসব কাজের জন্য তাকে জবাব দিতে হবে। কিন্তু তাদেরকে এসব কাজে সাহায্য করা ভাল নয়। আল্লাহ্ বলেন তাদের সাহায্য না করতে কারণ তাতে তোমরা মানুষের ক্ষতি করে পরে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে পারো।

এখন খারাপ মানুষেরাও ভালো মানুষদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দোষারোপ করছে। তারা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সাথে সম্পর্কহীন লোকদের চাকরীচ্যুত করছে কারণ তারা নির্দিষ্ট কোন জামাতের লোক, আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করেছেন। আল্লাহ্ যুলুম পছন্দ করেন না। তিনি ন্যায় পছন্দ করেন।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

এই দেশের সবাই ধোঁকা খেয়েছে। উঁচু থেকে নীচু সবাই সবাই ভেবেছে তারা (ফেতুল্লা গুলেনের অনুসারীরা) ভালো ছিল। সবার সন্তানেরা এদের স্কুলে গেছে কারণ এভাবে বা সেভাবে মানুষেরা বহুলাংশেই বেসরকারী স্কুলের সাথে জড়িত। আমাদের সন্তানেরাও গেছে। তারা সেখানে গেছে বলেই যে তারা আল্লাহ্‌কে অভিশাপ দিতে শিখেছে এমন নয়। তাওবার পরে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করে দেন। এখন, অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন লোকদের নিপীড়ন করা হচ্ছে। এরকমভাবে চলে না। অতি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কারণ স্বেচ্ছাচারীতা দিয়ে কাজ হবে না, ন্যায়পরায়ণতা দিয়ে হবে।

এটা একটি বিশেষ জরুরী বিষয়। আমাদের মনে ব্যাপারটি প্রথম দিন থেকেই ছিল। অনেক লোক নিপীড়িত হবে এই অভ্যুত্থান দমনের কারণে এবং যাদের এর সাথে কোন সম্পর্কই নেই তারা ক্ষতির শিকার হবে। খুব দ্রুত এর সংশোধন করতে হবে কারণ বিলম্বিত ন্যায়বিচার কোন ন্যায়বিচার নয়। আমাদের এই ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। যারা এসব করছে তাদেরকে যেন আল্লাহ্‌ সাহায্য করেন যেন তারা ভালো আর খারাপের পার্থক্য বুঝতে পারে।

একজন ভালো লোককে বাঁচাতে গিয়ে যদি পাঁচটা খারাপ লোক বেঁচে যায় তাতে অসুবিধা নেই, কিন্তু খারাপ লোক ধরতে গিয়ে যেন একজন ভালো মানুষও নিপীড়িত না হয়। এগুলো আল্লাহ্‌র অধিকার। আল্লাহ্‌ ইতিমধ্যেই ভালোদের সাহায্য করেছেন, না হলে কোন কিছুই সম্ভব হত না। আল্লাহ্‌ যেন আমাদের সাথে থাকেন। এটাই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হৃদয়সমূহ আল্লাহ্‌ হাতে। যখন তিনি কোন হৃদয় ঘোরান কেউ আর সে হৃদয়কে উল্টাতে পারে না। আল্লাহ্‌ যখন মানুষকে তাদের ভিতর থেকে ঘুরিয়ে দেন, এবং ভয় বের করে নেন, ট্যাংক বা রাইফেল কিছুই আর তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে না। যখন আল্লাহ্‌ ট্যাংকের ভেতরে ভয় ঢুকিয়ে দেন তখন তাদের সবকিছু থাকলেও তা বেকার।

আমাদের এটা ভূলে যাওয়া উচিৎ নয়। সবকিছুই আল্লাহ্‌র হাতে। আল্লাহই সত্য। নিপীড়িতের বিলাপ কোন পর্দা ব্যতীত আল্লাহ্‌র কাছে উঠে যায়, কোন বাঁধাই সেই বিলাপের সামনে দাঁড়াতে পারে না এবং সেগুলো সরাসরি উচ্চতম রাজাসনে পৌঁছে যায়। আমরা এই কথাগুলো দেশের উপকারের জন্য বলছি।

একজন নিরপরাধ মানুষের জেইলে যাওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে পাঁচজন খারাপ মানুষের বাইরে থাকাও ভালো (যদি কে ভালো কে খারাপ বোঝা না যায়)। একজন মাযলুম মানুষের কান্না এক হাজার, এক লক্ষ লোকের থেকে বেশী শক্তিশালী। আল্লাহ যেন আমাদের দ্বারা কাউকে নির্যাতিত না করেন ইনশাআল্লাহ্‌। তিনি যেন আমাদের ভালো দেখান এবং সত্য দেখান। তিনি যেন আমাদের ফাসিক এবং খারাপ লোকদের থেকে নিরাপদ রাখেন ইনশাআল্লাহ্‌।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৯ জুলাই ২০১৬/২৫ শাওয়াল ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।